শব্দ

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

তুমি কে তা আমি কখনো জানি না, মাঝে মাঝে শব্দ শুনতে পাই।
কতোদূর থেকে আসছে তা-ও ঠিক জানি না, হয়তো খুব কাছ থেকে, ততো দূরে নয়,
নাকি হাতে - ঠেকে - যাওয়া ঘাস আঁকড়ে দিলে যেরকম শব্দ হয়,
তারপরে চঞ্চল ফড়িং ধাতব শব্দ ক'রে চ'লে যায় চোখের আড়ালে,
সেহভাবে মাঝে মাঝে জ্বালামুখ দেখতে পাই; কার জ্বালামুখ ঠিক বুঝতে পারি না,
এতো কেনা, ধাতুর টুকরো, কোলাহল কেন এই ছোটো পৃথিবীতে?
নাকি খুব ছোটো নয়, ওপরে চাঁদোয়া আকাশ আছে তারায় জড়ানো,
তারও কি নিস্তব্ধ বুক থেকে মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের ওঠানামা বাজে
তুমি কে তুমি কে, বলো তুমি কে, নাকি তুমি ঠিক এক নও,
এখন অনেক মিলে মুহূর্ত - মিছিলে তোমরা দাঁড়িয়ে রয়েছো—
তবু যে শব্দ করছো, তা কখনো আর্তনাদ ব'লে মনে হয় না,
মাঝে মাঝে মনে হয় দম-আটকানো কোনো দীর্ঘশ্বাস, ঝোপের ভেতর কোন কুহকের মতো
আমিও পারিনা ঠিক সব কিছু সামলাতে সমস্ত সময়—
শব্দের ভাঁড়ার থেকে ত্রস্ত ইঁদুরের পাল ছুটে চ'লে আসে। ('নৌকো' থেকে গৃহীত)

কবি

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল

এই কবিতাটির কথা এ পর্যন্ত, বলি, যে, সে ম্লান।
এখন যে বাংলা কবিতার কাল, সেসময়ে
যে কোনো কবিনটনটীদের মতো
দৈনন্দিনে - মিডিয়ার প্রচারিত নয়।
কবিনটদের কথা জীবনানন্দও
লিখে গিয়েছেন, কিন্তু যশাহত
লোকজন সেসব ততো পরোয়া করেনি / ... তারা
চেয়েছে চাঁদের হাট, এবং খেয়েছে
কবিবেশে, প্রায়শ বিবশ কবি সব। জনবহুলের কবি।
এই কবিটির মগজেতে
আত্মা আর পবিত্রতা — এই দুটি শব্দ
বালকবয়স থেকে বসে গিয়েছিল,
ফলে সে হাটের লোক নয়,
ফলে সে ঠাটের লোক নয়,
'নির্জনতাপ্রিয়' অ্যাখ্যা নিয়ে সমীহ আদায় করা—
এ-ও সে পারে না পারবে না

সে শুধু মলিন থাকতে জানে,
সে জানে পবিত্র আত্মা শুভানন্দ খুঁজে চলেছেন,
কিন্তু এখনো পাননি, তাই
সে শুধু মলিন থেকে যায়
অন্য এক আলো পেতে চায়
সেই আলো ফটোফ্ল্যাশ নয়
সেই আলো মানুষের, প্রকৃতির নতুন সমাজ,
হাস্যময় আলোক - উদগত সূর্যরাজ

অপেক্ষায় থাকি

রমেন আচার্য

কবিতার শরীরে আমি সাংকেতিক চিহ্ন গুঁজে দিই।
উদাসীনতার নিচে চাপা থাকে অধৈর্য বিদ্যুৎ। তবু জানি
আমার শব্দরা ঠিক খুঁজে পাবে তোমাকে একদিন। যদি তুমি
তিলের মতন অতি ক্ষুদ্র ছদ্মবেশ চাও, যদি চাও
হাতের মুঠোয় ঘেমে ওঠা বকুলস্মৃতির সেই গন্ধ লুকোতে,
তবু সব নির্বাচিত শব্দের শরীরে তোমার বিষাদগন্ধে
বেজে উঠবে বৃষ্টির সংগীত।

প্রতিটি বাক্যের ভাঁজে বপন করেছি মুদ্রাদোষ,
যাতে ডাকটিকিট ছাড়াই সেই চিঠি
দূরদেশে বসে সহজেই চিনে নিতে পারো।

যে নাবিক বোতলের মধ্যে তার হৃদয়ের একাংশ রেখে
তরঙ্গে ভাসায়, তারও চেয়ে অনিশ্চিত আমি।
শব্দের শরীরে গোঁজা বকুলস্মৃতিকে পাঠিয়ে
উত্তরের অপেক্ষায় থাকি।